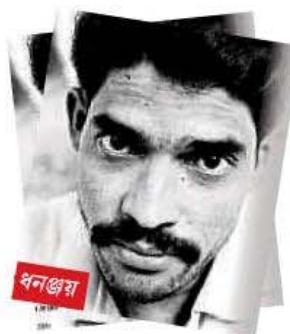


১৯৯০ সালে প্রথম  
সংবাদমাধ্যমে উঠে  
আসে নামটা। ধনঞ্জয়  
চট্টোপাধ্যায়ের সেই  
মামলায় পুনরায়  
তদন্ত শুরু করার  
দাবি। ‘গুরুচণ্ডালি’  
পক্ষ থেকে তৈরি  
হয়েছে পিটিশন।  
বৃহস্পতিবার  
বইপ্রকাশের লগ্নেই  
শুরু হল গণস্বাক্ষর  
নেওয়ার পালা।

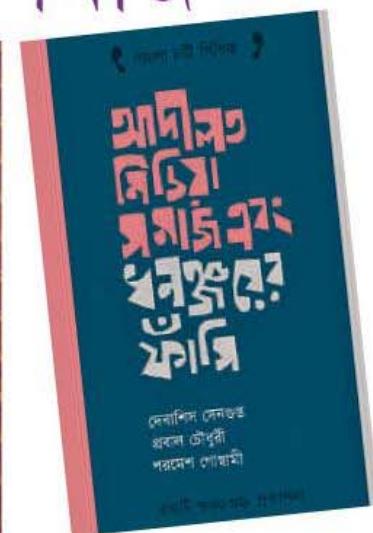


**ব**ৃহস্পতিবার পক্ষের পিটিশনটি ছিলেন তিনজন—ইতিহাস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনসিটিউটের দুই অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী ও দেবাশিষ সেনগুপ্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত ইঙ্গিনিয়ার পরমেশ গোস্বামী। তারই ফসল ‘আদালত মিডিয়া সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি’ বইটি। যা প্রকাশিত হল বৃহস্পতিবার, ১১ অগস্ট, ভারত সভা হল’-এ। সঙ্গে নাগরিক সমাজের তরফ থেকে মামলাটি পুনরায় চালু করার একটি দাবি পেশ করা হয়। এর জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি পিটিশনও, যার সারবত্তা— পুনর্নদনে প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করা হোক। পিটিশনটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ও করা হয়েছে।

বইয়ের প্রকাশক ‘গুরুচণ্ডালি’। সংস্থার তরফ থেকে প্রকাশক ইঙ্গিত পাল ভৌমিকের কথায়, “২০০৮ সালের ১৪ অগস্ট, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি এবং তার আগে মামলার কার্যকারণের ধারাবাহিকতা দেখার পর নানা রকম খটকা থেকে গিয়েছিল, তদন্তপ্রক্রিয়া এবং বিচারব্যবস্থার অভ্যন্তরে ঘটেছিল। বইয়ের লেখকদের কাজটা যেহেতু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত এবং ডেটা অ্যানালিসিসের প্রথম শাখাই হল তথ্য ও পরিসংখ্যান নিষ্কুল হওয়া, সেহেতু ওঁদের মনে হয়েছিল, খটকাগুলোর নিরসন হওয়া প্রয়োজন। বইটা সেই সব প্রশ্নের মুখ্যমুখ্যি দাঢ়ি



বক্তব্য দেবাশিষ সেনগুপ্ত।  
ছবি: ইলেন ঘোষ



যাচাই করা হয়নি।

গোটা বিচার প্রক্রিয়াটা হয়েছিল পরিস্থিতি থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে। ইঙ্গিতের যুক্তি, ‘ফরেনসিকেও এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি, যাতে ধনঞ্জয়কেই দোষী ঠাহার করা যায়। বইয়ে তার বিবরণ রয়েছে বিশদে। যা পড়লে মনে হবে, হাইপোথিসিস ভিত্তিতে একটা নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল।’

ফরেনসিকে কোনও ধন্তব্যস্থির প্রমাণও পাওয়া যায়নি। মৃতদেহের যোনিতে বীর্যও মেলেনি।

কিন্তু এতদিন পরে এই গবেষণা এবং অনুসন্ধান তো ভৃটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা কিংবা তদন্তপ্রক্রিয়ার গোঁজামিলকে ঢেকে দিতে

পারবে না। তাহলে?

লেখক দেবাশিষ সেনগুপ্ত এবং প্রবাল চৌধুরীর বয়ানে, ‘অধিকাংশ বাঙালির মতো আমরাও এই

কেসের কথা জানতে পারি ২০০৮ সালে।

ফাঁসির আগে দিয়ে। তারপর কাগজপত্র জোগাড় এবং লোকজনের

সঙ্গে কথা বলতে অনেকদিন সময় লেগে যায়। অবশ্য

আমাদের পুরো সময়ও আমরা এই কাজে দিতে পারিনি।’

ইঙ্গিতা যোগ করলেন, “আমরা প্রক্ষ তুলতে চাইছি,

কারণ সংশ্লেষণ সত্ত্ব এবং সেটা কাম্য। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে

একটা আলোচনা সভা রাখা হয়েছিল,

ওপেন সেশন।

মানবাধিকারক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই যাতে নিজেদের মতামত

তুলে ধরতে পারেন স্থানে।”

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন

আইনজীবী চান্দেয়ী আলম, আশিস রায়,

যাদবপুরের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয়

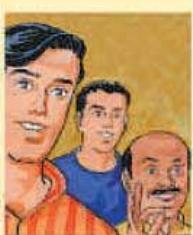
মুখ্যপাধ্যায়, প্রাক্তন

পুলিশকর্তা সঞ্জি আলম প্রমুখ। বই উদ্বোধন করেন অমর মিত্র।

## গোলমোলা

### উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখ্যপাধ্যায় • তিলোত্তমা মজুমদার • পারমিতা ঘোষ মজুমদার  
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় • ধৰ্মতা বসু • অনিবার্ণ বসু • মণিশক্ষর দেবনাথ



#### সম্পূর্ণ ফেলুদা কমিক্স

#### নয়ন রহস্য

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়  
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

#### অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

#### গোগোল কোথায়

কাহিনি: সমরেশ বসু  
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখ্যপাধ্যায়

#### হাসির কমিক্স

#### রাম্ভার ছেট্ট অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়



#### নানা স্বাদের নিবন্ধ

জয়শ্রী রায়, পায়েল সেনগুপ্ত, পারমিতা সাহা,  
মধুরিমা সিংহ রায়, অচ্যুত দাস, জয় সেনগুপ্ত,  
উর্মি নাথ, ঝৰিতা মুখ্যপাধ্যায়, অংশুমিত্রা  
দত্ত, দলিতা বসু, মৌমিতা সরকার, চিরিতা  
চক্রবর্তী, ঝৰুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ক মিত্র  
সৌমী ঘোষ, পারমিতা মুখ্যপাধ্যায়

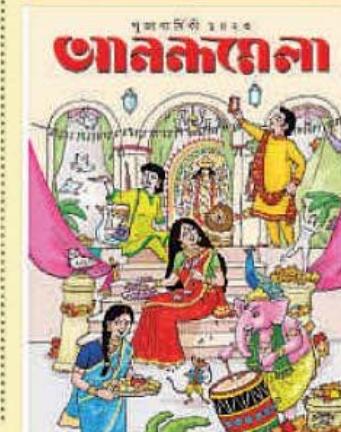
#### গল্প

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় • প্রচেত গুপ্ত  
স্বরগজিৎ চক্রবর্তী • নবনীতা দত্ত  
অভিজ্ঞান রায় চৌধুরী • সুবর্ণ বসু  
সিজার বাগচী

#### খেলাধুলো

কৌশিক পাল  
ধূমিমান গঙ্গোপাধ্যায়  
জয়দীপ চক্রবর্তী  
সায়ক বসু  
অর্ণব দেব  
তানাজী সেনগুপ্ত  
চন্দন রহস্য

#### শব্দসন্ধান এবং আমার কুইজ



প্রচ্ছদ: দেবাশিস দেব

### কতগুলো প্রশ্ন ও লেখকদের উত্তর

(‘গুরুচণ্ডালি’র সাইট থেকে)

পুলিশকে খবর দিতে কত দেরি  
হয়েছিল?

মৃতদেহ আবিষ্কার হয় ৬টা ০৫  
মিনিটে। পুলিশকে জানানো হয়  
৯টা ১৫ মিনিটে।

পুলিশের কাছে রামধনির  
(অ্যাপার্টমেন্টের লিফ্টম্যান)  
বয়ান ও কোর্টে সাক্ষ্য দেখে  
সময়ের পার্থক্য কত ছিল?

পুলিশ রামধনিকে খুনের  
রাতেই জিজাসাবাদ করে। থানায়  
নিয়ে যায় খুনের পরদিন (৬ মার্চ,  
১৯৯০)। কোর্টে সে সাক্ষ্য দেয় ২১  
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

রামধনি দুই সময়ে দুরকম  
বলছে— এমন হতে পারে কি?

রামধনির কোর্টে দেওয়া বয়ানে  
সে স্পষ্ট ভায়ায় পুলিশের খাতায়  
থাকা জবানবন্দির বহু অংশ  
অঙ্গীকার করেছে এই বলে, যে সে  
স্বল্পশিক্ষিত। পুলিশ তার বয়ান  
বলে ইংরেজিতে যা লিখেছে, তা সে  
আদৌ জানে না।

রক্ত আর বীর্য স্যাম্পল ম্যাচিং,  
ডিএনএ টেস্ট’-এ কী পাওয়া  
গিয়েছিল?

সেরোলজিকাল পরীক্ষা করা  
হয়েছিল। হেতালের জামায় বি  
গ্রাপের রক্ত পাওয়া যায়। ধনঞ্জয়ের  
রক্ত ও গ্রাপের। আর কোনও ম্যাচিং  
সম্ভব হয়নি। স্যাম্পল হয় পরিমাণে  
যথেষ্ট ছিল না, নয়তো কালক্ষেপে  
জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ডিএনএ টেস্ট  
হয়নি। সেই সময় ডিএনএ পরীক্ষা  
সম্ভব ছিল, কিন্তু কলকাতায় নয়।